BINOD BIHARI MAHATO KOYALANCHAL

UNIVERSITY, DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR

Ph. D. DEGREE

-: TITLE :-

SHAKTI CHATTOPADHYAY – ER KOBITAR GHAR – DUAR

[শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর–দুয়ার]

-: RESEARCH SCHOLAR :-

SOMA MUKHERJEE

D/O- KALIPRASANNA MUKHERJEE

POST & VILL – GOBARDANGA , BHATTACHARJEE PARA

DIST- NORTH 24 PARGANAS

WEST BENGAL PIN – 743252

-: SUPERVISOR :-

Dr. JAYGOPAL MANDAL

ASSTT. PROFESSOR , B.B.M.K. UNIVERSITY , DHANBAD

-: TITLE :-

SAKTI CHATTOPADHYAY – ER KOBITAR GHAR - DUAR

[শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর – দুয়ার]

-: RESEARCH SCHOLAR :-

SOMA MUKHERJEE

----------------------	----------------------
Signature With Date of	**Signature With Date of**
Supervisor	**Research Scholar**

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(summary of research work)

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology)

- ‘Research Methodology : Analytical & Descriptive Method’
- Tools :
    1) Data collection and Analysis.
    2) Use of Library.
    3) Purchased Books.
    4) Interview with poet’s wife and experienced critics on the topic of Modern Poetry.
    5) Use of Internet through computer/Smart Phone and M.S. Word.
    6) Use of Wikipedia
- গবেষণার বিষয়(objective of Research) :

    ‘শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর-দুয়ার’

    [Shakti Chattopadhyay –er kobitar Ghar-Duar]

- ‘অনুমান’ (Hypothesis)- স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কাব্য সাহিত্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প-চেতনা, প্রেম ও প্রকৃতি ভাবনা এবং মৃত্যুচেতনার শাশ্বত মনন হয়তো আজও প্রাসঙ্গিক।
- ‘তাৎপর্য’ (Significance)- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শব্দ চয়ন, শৈলী, প্রেম ও মৃত্যু চেতনা বর্তমান কাব্যচর্চার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর চেতনার লালন প্রেরণাদায়ক।

- ভূমিকা(Introduction)
- প্রথম অধ্যায়(First Chapter):স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলা কবিতার ধারা
- দ্বিতীয় অধ্যায়(Second Chapter) : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন
- তৃতীয় অধ্যায়(Third Chapter) : অন্তরে প্রেম
- চতুর্থ অধ্যায়(Fourth Chapter) : প্রকৃতির কাছাকাছি
- পঞ্চম অধ্যায়(Fifth Chapter) : কবিতায় মৃত্যুচেতনা
- ষষ্ঠ অধ্যায়(Sixth Chapter) : কালের প্রতিফলন কবিতার আঙিনায়
- সপ্তম অধ্যায়(Seventh Chapter) : কবিতার অঙ্গনে লোক উপাদান ও অঙ্গসজ্জা
- উপসংহার(conclusion) –Significant of the Title/Subject
- তথ্যসূত্র(Reference)
- বংশতালিকা ও জীবনপঞ্জী (Family Tree & Bio-data/Summary Of Biography)
- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী (The list of Publication of Author)
- গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

  ক) আকরগ্রন্থ (primary sources)

  খ) সহায়ক গ্রন্থ (secondary Sources)

  গ) পত্রপত্রিকা (Journal)

মুখবন্ধ ঃ

পঞ্চাশের দশকে ভাঙা গড়ার কালে কবিতার উৎসভূমি থেকে বেনজির স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে যে কবির সদর্প পদচারণা আন্দোলিত করে তুলেছিল বাংলা কবিতার অঙ্গণকে তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। পূর্বসূরীদের কাব্যচর্চার পান্থজন তিনি নন। অতীতের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে তাঁর কবিতার চেতনা ও ব্যঞ্জনা যুগ বদলের সাক্ষ্য বহন করে। হৃদয়ভাষ্যের বাঙ্‌ময় প্রকাশ, বাচনিক দৃঢ়তা তাঁর স্বাতন্ত্র্যতাকে চিহ্নিত করেছে। তাই পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে নব্বই এর দশকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত কবিতার চারণ ভূমিতে তিনি বোহেমিয়ানের মতো পর্যটন করেছেন; আর উন্মুক্ত করেছেন তাঁর নিহিত অস্তিত্বের ভাঁড়ার, অপূর্ব পদ্যের লালিত্যে। ষাটের দশকের কবিতার শরীরে যৌন কামনা, মিলন তৃষ্ণা, সত্তরের ক্ষয়, ক্ষোভ, বেদনা, নৈরাশ্য আশির দশকের বিষন্ন ধূসর পটভূমিতে ভালবাসার উজ্জ্বল উদ্ভাসন এবং নব্বই দশকের প্রারম্ভে অন্তিম পর্বের কবিতায় নারীদেহ, যৌনাচার এই ছিল শক্তির উত্তর আধুনিক চেতনার ভূমিপথ পরিক্রমণ। শক্তির কবিতায় রোমান্টিক হার্দ্য নমনীয় প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কখনো ঘিরেছে তাঁকে নিঃসঙ্গতা, কখনো মৃত্যুচেতনা আবার কখনো বা অনুবাদে মত্ত থেকেছেন তিনি। কখনো তাঁকে দেখেছি প্রকৃতি পর্যটনে। আর এভাবেই কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর পরও হেঁটে চলেছেন আমাদের হৃদয়ের চোরা স্রোতের বাঁকে বাঁকে।

বিষয়সূচি

||এক|| ভূমিকা

||দুই|| প্রথম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলা কবিতার ধারা

||তিন|| দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন

||চার|| তৃতীয় অধ্যায়ঃ অন্তরে প্রেম

||পাঁচ|| চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকৃতির কাছাকাছি

||ছয়|| পঞ্চম অধ্যায়ঃ কবিতায় মৃত্যুচেতনা

||আট|| ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ কালের প্রতিফলন কবিতার আঙিনায়

||সাত|| সপ্তম অধ্যায়ঃ কবিতার অঙ্গনে লোকউপাদান ও অঙ্গসজ্জা

||নয়|| উপসংহার

সহায়কসূচিঃ

||এক|| বংশতালিকা ও জীবনপঞ্জী

||দুই|| শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাপঞ্জী (কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, বিবিধ গদ্যগ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ)

||তিন|| আকর গ্রন্থ

||চার|| সহায়ক গ্রন্থ

||পাঁচ|| সহায়কপত্র-পত্রিকা

ভূমিকাঃ

‘কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে
হাওয়া লেগে’
[শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে’জ,সংস্করণ-২০১৪, পৃষ্ঠা-১৪৮]

কবিতার প্রতি শুধু সম্ভ্রম নয়, কবিতাসক্ত হয়েই বেঁচেছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তী শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবনানন্দ পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতাকে পরম আদরে, পরম যত্নে তিনি ভেঙেছেন। তাই জীবনানন্দ পরবর্তী সর্বাধিক আলোচিত, বিতর্কিত, বহুবর্ণচারী কবি ব্যক্তিত্ব তিনি। পঞ্চাশের দশকে তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা, উদ্দামতা, নতুনভাবে বলার সাহস, বিশিষ্ট ভঙ্গি আধুনিক কবিতার জগতে এক অনন্য মাত্রা দান করেছে। নারীর প্রতি প্রেম বা প্রেমের অভিলাষ শক্তির কবিতার মূল বিষয় হলেও মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি এক আবেগমথিত মমতা ও অনুরাগ তাঁর কবিতার এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই কালপুরুষ কবির অন্তঃস্থল ও সৃজনভূমির অর্ন্তবয়নের চিত্রটি তুলে ধরাই আমার মূল উপজীব্য।

প্রথম জীবনে ‘কুয়োতলা’ উপন্যাস লিখে অনেক প্রশংসা পেলেও কবিতাই হয়ে ওঠে তাঁর সদর্প বিচরণ ক্ষেত্র। হাড়ে মজ্জায় গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে আত্মমগ্ন উচ্চারন শুনলাম আমরা তাঁর কবিতায়। শব্দকে কী করে কোন জাদুতে শিল্পিত করে তোলা যায় তা দেখালেন তিনি। জন্ম-জীবন-মৃত্যু এই অমোঘ সত্য তাঁর কবিতার রূপ নিয়েছে। এত মৃত্যু সচেতন কবি বাংলা সাহিত্যে আর নেই। জীবনাবেগে তিনি নটরাজের মতো, যার পদ প্রান্তে সৃষ্টি বিরাজ করে। একদিকে অন্ধকার রহস্যময় মৃত্যুর অমোঘ টান,অন্যদিকে প্রকৃতির মাধুর্যে প্রেমের স্পর্শ। যে প্রেম অপরূপ, মায়াবী, শরীরী অথচ শরীরকে অতিক্রম করে বিমুগ্ধ প্রেমে বিভোর।

শক্তির শব্দ নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য আমাদের অভিভূত করে। গ্রামীন দেশজ শব্দ, অভিজাত তৎসম শব্দের পাশাপাশি, অশালীন ভাষা এমন সহজভাবে বসিয়েছেন যার পাঠ-আস্বাদনে পাঠকের সব সংস্কার খসে পড়েছে।

ছন্দ, অলঙ্কার, চিত্রকল্প, বাগ্‌ধারা প্রয়োগেও নতুনত্বের ছোঁয়া লক্ষ করি। রহস্য আবহ ঘনিয়ে তোলার জন্য, অর্থ অতিক্রান্ত আবেশ জাগিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করেছেন প্রতীকী শব্দ।

প্রথাসিদ্ধ ছন্দবন্ধনকে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই শিথিল করেছেন। বাংলা কাব্য ছন্দের মুখ্য তিনটি রীতি দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেছেন। আবার সেই ছন্দ ভাঙার কৌশল আয়ত্ত করেছেন সুনিপুণ ভাবে।

কবিতাকে শক্তি 'নিজেকে নিজের মতো করে দেখার 'জলজ দর্পণ' বলে মনে করতেন। তাই তাঁর কাব্য-কবিতার দর্পণেই তাকে দেখার চেষ্টা I এই কবিতা পর্যটনেই আমরা পৌঁছে যাবো শক্তির কাছাকাছি।

প্রথম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলা কবিতার ধারাঃ

আধুনিকতার মাপকাঠি সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'।

– রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন।

[আধুনিক কাব্য/সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী,
সুলভ সংস্করণ, ১৪০২ , পৃষ্ঠা-৪৬৩]

অর্থাৎ একটি বিশেষ ভাবধারায় সমাজ-সাহিত্য বিবর্তিত হতে হতে যখন নতুন চিন্তা-চেতনা ধরা দেয়, মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে থাকে, তখনই তা হয়ে ওঠে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা কতটা আধুনিক, কতটা নতুন চিন্তাধারার, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি আলোচনার প্রেক্ষিতে তা স্পট হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে তৎকালীন প্রখ্যাত কবিদের প্রসঙ্গ আলোচ্য হয়ে ওঠে। তাঁদের কাব্যে প্রতিফলিত চিন্তা-চেতনার আভাস, সময়-সমাজ, জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মপ্রকাশের ধরণ প্রভৃতিও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

পঞ্চাশের দশকের এই কিংবদন্তী কবির সৃষ্টিকে অনুধাবন করতে হলে তিরিশ ও চল্লিশের কবিদের কবিতায় ভাঙা-গড়ার গতিপ্রকৃতিও একটু ফিরে দেখা প্রয়োজন। কারণ পঞ্চাশের কবিরা বেড়ে উঠেছিলেন চল্লিশেই।

তিরিশের কবিরা বুঝেছিলেন রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হতে হলে ইউরোপের প্রভাবকে আত্তীকরণ করতে হবে। বিশ্বভাবনার সাথে যুক্ত হতে হবে। তাই তিরিশের কবি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র কবিতায় সচেতন ও মননী বৈদগ্ধ্যের পরিমার্জনা দেখা গেল।

চল্লিশের দশকে দেখা গেল কখনো ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্য, আবার কখনোবা সমাজ বাস্তবতার ছায়া। চল্লিশের কবিরা জন্ম নিয়েছিলেন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে। স্বাধীনতা তখনও অনয়ত্ত। বিশ্বযুদ্ধ মন্বন্তরের করাল ছায়া চতুর্দিকে প্রসারিত। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত

ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসুর কবিতা হয়ে উঠেছিল সমাজ-দর্পন এবং বাঁচার হাতিয়ার।

পঞ্চাশের দশক আত্মযন্ত্রণা ও আত্মবিস্তারের দশক। স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু-সমস্যা, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা পঞ্চাশের কবিদের হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলেছিল। এছাড়া কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন ও দক্ষিন ভারতের তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ঢেউও দোলা দিয়েছিল কবি হৃদয়ে। তাই এই দশকের তরুণ কবিদের মুখপত্র, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' –এর কবিতায় দেখি মানসিক দ্বন্দ্ব, অস্থিরতা, বাঁচার লড়াই, প্রেমের বাস্তবতা। চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা আমূল পরিবর্তিত হল। ভাষা, শব্দ নিয়ে খেলায় সবই নতুন আধার নির্মাণ করল। এই জীবনচেতনা ও কাব্য-চেতনার উৎসভূমি থেকে আমরা পেলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, শঙ্খ ঘোষ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু প্রমুখকে।

> ''কল্লোল'-এর আস্ফালন, 'কবিতা' পত্রিকার অতিমাত্রায় শুচিতাবোধ, 'কৃত্তিবাস'-এর ছিল না। কিন্তু 'কৃত্তিবাস'-এর মধ্যে ভিতরে–বাইরে যে ভাঙচুরের নজির আছে, তা বেনজির।'
>
> -- ফণিভূষণ আচার্য

[শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চা- বর্ণশ্রী বক্সী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,প্রকাশ- ১৪২৫ পৃষ্ঠা ২৪-২৫]

পঞ্চাশের এই কবিদের কাব্যভূমির প্রেক্ষাপটে শক্তি ধ্রুবতারার মতোই অনন্য ও একক এবং ব্যতিক্রমী। কারণ শক্তির মতো এমন অলজ্জ আত্মবীক্ষণ প্রায় কারও কবিতাই হয়ে ওঠেনি। প্রায় ২২৩৬টি প্রকাশিত কবিতা তাঁর। অনেক অপ্রকাশিতও রয়ে গেছে। কবিতাগুলি একটির সাথে আর একটি যেন অনিবার্য সূত্রে গ্রথিত। একটি লেখার পর আর একটিতে পৌঁছে পূর্বের না বলা কথাটি গাঢ় স্বরে বলতে চাওয়ার প্রয়াসই দ্বিতীয় কবিতার জন্মের উৎস, এইভাবে ধাপে ধাপে লেখা হতে থাকে এক দীর্ঘ কবিতা। আর ওইসব মুহূর্তগুলোর সম্মেলনেই ধরা দেয় এক ব্যতিক্রমী জীবন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনঃ

অনেক সময় নিজের জীবন হয়ে ওঠে স্রষ্টার রচনার ভিত্তিভূমি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এমনই একজন কবি যাঁর জীবন-চর্যা একেবারে স্বতন্ত্র। তাঁর বেড়েওঠার সঙ্গে কবিতার নিবিড় সম্পর্কের

কথা অকপট ভাবেই স্বীকার করেছেন তিনি। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ২৬ শে নভেম্বর ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দক্ষিন ২৪ পরগনার বহড়ুতে এক বনেদী বাড়িতে কবির জন্ম। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বাবা বামানাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে মাতামহ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় বহড়ুর স্টেশন সংলগ্ন 'মৃনালিনী কুটির' –এ চলে আসতে হয় পিতৃভূমি হুগলির খানাকুলের কৃষ্ণনগর গ্রাম ত্যাগ করে। তখন শক্তির বয়স মাত্র সাত। সেখানে কবির কৈশোর কাটে ১৯৪৮ এর আগে পর্যন্ত। বহড়ুর পল্লী প্রকৃতি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। যার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ করি তাঁর কবিতার শরীরে। পিতৃবিয়োগের বিষাদ, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, অসহায়তাও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাই তাঁর কবিতায় বারে বারে এসেছে শ্মশান, চিতা, ছাই ও মৃত্যুর চিত্রকল্প। শক্তির প্রথম কবিতা 'যম' (১৯৫৫)-এতেও সেই মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর এবং ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বহড়ুর বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শক্তিকে চলে আসতে হয় কোলকাতার বাগবাজারে ৬০নং গোপীমোহন দত্ত লেনে মামা ভবানী গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে। সেখানেই কবির বেড়ে ওঠা, রাজনীতির পাঠ নেওয়া , লেখার সূত্রপাত, তুলনামূলক সাহিত্যপাঠ গ্রহণ, কৃত্তিবাস পত্রিকার সৃজনবৃত্তে প্রবেশ, চাইবাসা পর্বের বোহেমিয়ান জীবন, কিংবদন্তী স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন, হাংরি জেনারেশন নামক এক প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়া, ভালোবাসার মানুষের সাথে ঘর বাঁধা, আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীতে যোগদান, বিশ্বভারতীতে 'অতিথি অধ্যাপক' রূপে সম্মাননা গ্রহণ- এমনই বহু বিচিত্র গ্রন্থিতে গাঁথা তাঁর জীবন। উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, বেহিসাবী, খেয়ালি, ভ্রমণ পিপাসু জীবনে শক্তি ছিলেন চিরপথিক। জীবনের অর্গল তিনি ভেঙেছেন খান খান করে। আর তাঁর বোধ ও অস্তিত্বের তটরেখা থেকে জন্মলাভ করেছে তাঁর কবিতা।

সযত্ন সংরক্ষণের অভাব তাঁর জীবনের পরতে পরতে। প্রায় আড়াই হাজার কবিতায় তাঁর জীবনের মূল সূত্রটি ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। উল্লেখ্য, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (প্রথম প্রকাশ – ফাল্গুন ১৩৬৭/১৯৬০) এর 'চতুরঙ্গে' কবিতায় জীবন-নদীর প্রবহমানতায় কবি যেভাবে মৃত্যু সম্পর্কে নিজের অবস্থান প্রকাশ করেছেন তা কবির জীবন-দর্শন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে,-

'ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি ; চাষা বা ডুবুরি
ক্ষেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা'

[শ্রেষ্ঠ কবিতা/দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-২২]

একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কবিতার হাত ধরে বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয় 'জঙ্গল বিষাদে আছে' (১৯৯৪), আর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় 'কিছু মায়া রয়ে গেল' (১৯৯৬)। মোট তেত্রিশটি কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে তাঁর পথচলার ছবি। ২৩শে মার্চ ১৯৯৫ কবি হঠাৎ বিদায় নিলেন। হয়তো অনেক কথা ছিল তাঁর মনে, যা আর আমাদের শোনা হবে না। যতটুকু আছে তাতেই তিনি আমাদের প্রিয়।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ অন্তরে প্রেমঃ

প্রেম শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভরকেন্দ্রে স্থাপিত। তাই বারংবার বিভিন্ন রূপে চিত্রিত হয়েছে প্রেম। প্রেমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে প্রকৃতি, নির্জনতা, মৃত্যুবোধ প্রভৃতি। ব্যাক্তিগত নয়, তার প্রেম বহুমাত্রিক বিমূর্ততার গূঢ় ব্যঞ্জনাবাহী। কখনো দেহজ কামনায় আপ্লুত, কখনো বা দেহচেতনার উর্দ্ধে স্বর্গীয় চেতনায় চিরকালীন। কবির কাছে ভালোবাসা জীবনের ভার মোচনের একমাত্র পন্থা,

'একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো-
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।'

[একবার তুমি, পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-৬৫]

শক্তি এমন একজন কবি ছিলেন যিনি ভালোবাসা পেলে সবকিছু লন্ডভন্ড করে চলে যেতে পারতেন। কখনো তাঁর ভালোবাসা 'নীল সুখে' ভরপুর , কখনো তা স্বেচ্ছাচারী, আবার কখনোবা বিশ্বজনীন। তিনি জানেন ভালোবাসা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। তাই তাঁর স্বগতোক্তি,-

'এখন শুধু ভালোবাসায় ভর করে এই রাস্তা হাঁটি'

[ভালোবাসা, কবিতার তুলো ওড়ে, শ্রেষ্ঠ কবিতা,দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-১৪৬]

তিনি মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। তাঁর ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে উঠোনের কোণে রাখে। এক প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা, অন্তরচারী প্রেম বহুমাত্রিকতায় পরিব্যপ্ত হয় তাঁর কবিতার শরীরে। ভালোবাসা প্রকাশেও তিনি কখনো দ্বিধান্বিত নন,-

' আমি ভালোবাসবো, আমি হৈ হৈ করবো সারাদিন'।

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৭২সংখ্যক, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-৮০]

এখানে নৈঃশব্দ্য নেই, আছে সাধ্যাতীত ভালবাসার উদ্দাম আবেগ।

প্রেমের বহু কৌণিক জটিলতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল, আক্ষেপ, ব্যাকুলতা - জীবন রহস্যের বহু স্তর ক্রমাগত সন্ধান করে গেছেন শক্তি। এরই মাঝে কবিমন খুঁজে বেরিয়েছে অনুভূতির বাস্তুভূমিকে। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতির ফুলগুলি। 'যখন বৃষ্টি নামলো' কবিতাটি পড়লে বুঝতে পারি তাঁর প্রেমের নায়িকার উপস্থিতি চেতনার কোন গভীরে,-

'বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন–পানে একা
দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমার পাবো দেখা
হয়তো মেঘে–বৃষ্টিতে বা শিউলি গাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ–ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে-অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে'।

[যখন বৃষ্টি নামলো, ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-৩৪]

এই বিরহ বিষণ্ণতা ক্রমে গভীর নির্জন আত্মমগ্ন প্রেমে উত্তীর্ন হয়েছে। আবার বিষ পিপঁড়ে, বীজ বপন , ক্ষেতভরা শস্য, - দহন, আগ্রাসন, উন্মাদনা, যৌনতাকে প্রতীকায়িত করেছে। তাই আসক্তি ও বৈরাগ্যের মিথোজীবিতার সার্থক উদাহরণ শক্তি প্রেমের কবিতা।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকৃতির কাছাকাছিঃ

শক্তি মূলত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতিকে ভালোবেসে তিনি বারংবার অরণ্য, সমুদ্র , পাহাড়ে ছুটে গেছেন। ছোটোবেলায় বহুদুর উদার প্রকৃতির প্রক্ষাপটে তার বেড়ে ওঠা। কখনো কবি বন্ধুদের সংসর্গে চাইবাসা, হেসাডি, ঝাড়গ্রাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, কান্হা, বান্ধবগড়ে অরণ্যবাস।

নগর জীবনের ক্লেদ মুছতে বারবার অরণ্যের দ্বারে গাছেন শক্তি। রূপমুগ্ধ ইন্দ্রিয় মগ্নতায় বন্য প্রকৃতির সাথে লীন হয়ে থেকেছেন তিনি। তাই তাঁর কবিতায় সংযোজিত হয়েছে আদিম বন্য ভালোবাসা। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সহবাস লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির কটু গন্ধে কবির অবচেতনের রহস্যময়তা উন্মোচিত হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'জরাসন্ধ' কবিতা –

'পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জল তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ'

[শক্তি চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা,দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-১৯]

আসলে সৌন্দর্যের প্রথাগত নান্দনিক অনুভবকে সংস্কারমুক্ত রূপ দেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সুন্দর বস্তুতে অবক্ষয়, বিকৃতি ছিল তাঁর কবিতায় লক্ষণ।

শক্তি বারংবার প্রকৃতির কাছেই ফিরে আসতে বলেছেন, কারণ প্রকৃতিই একমাত্র শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপদ আশ্রয়। মানুষের গুনগুলি বর্ননা করতে শক্তি উদ্ভিদের প্রসঙ্গ এনেছেন, আবার আমীর খাঁর মৃত্যুতে, বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গেও এসেছে প্রকৃতি প্রসঙ্গ। প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভব ও সলজ্জ অভিব্যক্তিও চিহ্নায়িত হয়েছে প্রকৃতির নানা রূপে।

শক্তির কবিতায় অজস্র প্রকৃতির প্রসঙ্গ এসেছে। বৃষ্টির জল, পাথর, বন, বাঘ, তুলসীমঞ্চ, চাঁদ, সমুদ্র , নদী, ঝর্না, পাহাড়, ফুল ,শাখা, লতা-পাতা, জ্যোৎস্না, হাওয়া, ঘাস, মাটি, আকাশ, মেঘ, সন্ধ্যা, আলো, অন্ধকার, ইত্যাদি চিহ্ন বারবার ফিরে ফিরে এসেছে।

গাছেদের মধ্যে গাছ হয়ে থাকা ছিল কবির বাসনা, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' থেকে শুরু করে 'জঙ্গল বিষাদে আছে' পর্যন্ত শক্তির কবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি অত্যন্ত সরব। শক্তির কবিতায় প্রকৃতি কেবল বাহ্যবস্তু নয়, তা কবি মানসের প্রতিরূপও হয়ে উঠেছে। যা তার জীবনবোধের প্রতীক।

প্রকৃতির আদিমতা, হিংস্রতার পাশাপাশি আবেগাতুর মায়াময় রূপটিকেও কাব্যিক অবয়ব দান করেছেন শক্তি। শক্তির কবিতায় গাছেদের মানবিক আবেগ মোহ ধরিয়ে দেয়। পানকৌড়ির মতো কবির চেতনাও চায় ডুব দিতে। পর্যটন প্রিয় কবির কবিতায় এসেছে পথ ও পথ চলার প্রসঙ্গ। হৃদয় ভাসানো বৃষ্টি, 'বরষা-পীড়িত ফুল' , গাভীর মতো চরে বেড়ানো মেঘ, এমনই অদ্ভুত চিত্রকল্প বিস্মিত করে পাঠককে।

শক্তির প্রথম দিকের কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও ক্রমে সেই প্রভাবকে আত্মস্থ করে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন তিনি। জীবনানন্দ পরবর্তী কোনও কবিই প্রকৃতি দ্বারা এমনভাবে আকৃষ্ট, তাড়িত ও মগ্ন হননি।

শক্তির কবিতায় প্রকৃতির ব্যঞ্জনা কখনও অতিপ্রাকৃত উদ্ভট বা পরাবাস্তব। নাগরিক জীবনের নিসর্গহীনতা কবিমনকে পীড়িত করে। এই বিষন্নতাই বাস্তব অতিপ্রাকৃত, পরাবাস্তবের সীমারেখাকে মুছে দেয়। স্থিতি ও প্রজ্ঞার বলয় রচনা করে প্রকৃতির কোলে। কিন্তু এতটাই প্রকৃতিতে নিমজ্জন সঙ্গত কিনা সে প্রশ্নও কবিমনে জাগে। 'কবিতার তুলো ওড়ে' কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় এই আত্ম অন্বেষনের ছবি দেখি।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ কবিতায় মৃত্যুচেতনাঃ

জীবন স্রোতে চলতে চলতে মৃত্যুর মোহনায় পৌঁছে যাওয়ার বাসনা উচ্চারিত হয়েছে শক্তির কবিতায়। 'জরাসন্ধ' কবিতায় জন্ম-প্রত্যাহারের আকুতি, 'চতুরঙ্গে' কবিতায় জীবনের পূর্ণতার মাঝেও উদাসিনতা, 'জীবনের কোলে বসে মরণের এই অবসাদ' কবিতায় মৃত্যুর আর এক রূপ যেন জীবনাকাঙ্ক্ষা, এমনই বহু কবিতায় মৃত্যুর পদচিহ্ন আঁকা, বিভিন্ন আঙ্গিকে। প্রসঙ্গত এসেছে শবযাত্রা, শ্মশান , চিতাকাঠ, আগুন প্রভৃতি প্রতীকচিহ্ন। কখনো মৃত্যুর গভীর কালোছায়া, আবার কখনো মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চিন্তা, মৃত্যুর পরেও হেঁটে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। শৈশবের পিতৃবিয়োগের নৈরাশ্য পরিণত বয়সের কবিতায় মৃত্যুর অমোঘ চিত্ররূপ ধরা দিয়েছে। স্বেচ্ছাচারী, চিরপথিক কবি তাই অগ্নির স্পর্শ পেতে চেয়েছেন,-

'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি / আমাকে পোড়াও'

[ও চিরপ্রণম্য অগ্নি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-২৩২]

যে অগ্নি তার শরীরের ক্ষয়, হৃদয়ের গ্লানি, শূন্যতাকে পুড়িয়ে শুদ্ধ জাগ্রত করে তুলবে। কবি জানেন মৃত্যু আসবেই, কেউ অমর নয়। তাই মৃত্যুময় হয়ে বেঁচে থাকাই তাঁর জীবনের অভীপ্সা। প্রসঙ্গত কবি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর অভিমত গ্রহণযোগ্য,-

'মৃত্যু-চেতনা তার কবিতার বিশেষত্ব হতে পারে, মৃত্যুবাসনা তার কখনও ছিল না... আসলে সে মৃত্যুকে কবিতায় চ্যালেঞ্জ করেছে। মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আবার তার রহস্যময়তার প্রতি অপার কৌতূহল। কোনও কোনও সময় আবার সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। জীবনকে ভালোবেসে তার কবিতা'।

[বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, '৯৫ পৃষ্ঠা ৫১-৫২]

নকশাল আন্দোলনের হত্যা, সন্ত্রাস, উদ্বেগ, স্বতন্ত্র তাৎপর্যে ধরা দিয়েছে শক্তির কবিতায়। এই মৃত্যুর ছায়া দেখে কবির মনে হয়েছিল বেঁচে থাকা অর্থহীন, জীবন মৃত্যুর টানাপোড়েন চলতে

থাকে। জীবনের পাশে মরণের অবসাদ কবির কাছে সত্য বলে মনে হয়। শুধু মৃত্যু ভয় বা মৃত্যুবোধ নয় শক্তির মধ্যে ছিল শ্মশানবৈরাগ্য। কবরস্থান অত্যন্ত প্রিয় স্থান ছিল তার। ব্যক্তিগত প্রেম পর্বের সাথেও তা জড়িত। শ্মশানচিতার কোলে নিশ্চিন্ত শয়ন চান তিনি। কবি মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে খুঁজেছেন। জীবনের ব্যাখ্যাও করেছেন মৃত্যুকে দিয়ে। কখনো প্রেম আর মৃত্যু পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রেম পেলে মৃত্যুকেও উপেক্ষা করা যায়। প্রেমহীনতা মৃত্যুরই সামিল। তাই মৃত্যু বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বেঁচে ওঠার জন্য তিনি প্রেম ও প্রকৃতিকে আপন করে নিয়েছেন।

উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন শক্তিকে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে মৃত্যুভয় তাকে আবিষ্ট করে। কিন্তু তার পরেই কবির মনে হয়, ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

‘যেতে পারি
যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো’

[যেতে পারি, কিন্তু, কেন যাবো?,শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,দে'জ সংস্করণ,২০১৪/পৃষ্ঠা-২১৬]

কারণ জীবনের থেকে বড়ো আর কিছু হয় না। শুধু ফেরা নয়, সন্তানের মুখও দেখতে চান কবি। কারণ মানুষ বাঁচে প্রজন্মের মধ্যেই। এক কথায় আজীবন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে কখন কবি শক্তি মৃত্যুকে ভালোবেসে ফেলেছেন। মৃত্যুতো শুধু অবস্থান্তর। তাই মৃত্যুর হাত ধরে কবি হেঁটে চলেছেন যুগ হতে যুগান্তরে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ কালের প্রতিফলন কবিতার আঙিনায়ঃ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সমকাল, সমাজ, রাজনীতির প্রসঙ্গে মানুষের মুখ বারে বারে উঠে এসেছে - কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে, আবার তা কখনো প্রচ্ছন্ন। কিন্তু কখনোই রাজনীতির প্রতি মগ্ন ছিলেন না, কালের দাবিতে সচেতন নাগরিক হিসেবে তুলে ধরেছেন রহস্য। লক্ষ্যণীয় রহস্যের নিবৃত্তি নয়, রহস্য নির্মাণই ছিল তাঁর কবিতার প্রবৃত্তি।

পঞ্চাশের দশকের বহড়ু থেকে দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ কোলকাতায় চলে আসেন শক্তি। বাগবাজারে মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানেই ভূগোল শিক্ষক হরিপদ কুশারীর প্রভাবে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সদস্যপদ লাভ করেন শোভাবাজার

লোকাল কমিটিতে। বন্ধুদের নিয়ে শুরু করলেন প্রগতি পাঠাগার। প্রকাশ করলেন হাতে লেখা প্রগতি যা পরবর্তী কালে 'নবোদয়' নামে প্রকাশিত হয়। 'স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার' ছদ্দনামে লেখা শুরু করেন। এরপর মির্জাপুর সিটি কলেজে কর্মাস এবং তারপর প্রেসিডেন্সির ছাত্রাবস্থা। সক্রিয় বামপন্থী নীতির সাথে সক্রিয় ভাবে পথ চলা। আবার অতর্কিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। তার নিজের কথাতেই,-

'সমাজনামক বিশ্বমানব কল্যানের ধর্ম তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভব ছিল না'।

[মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি- কুন্তল চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী, মে ২০০১,পৃষ্ঠা -৭৮]

এরপর কৃত্তিবাস ও হাংরি আন্দোলনের পর্যায় পেরিয়ে আনন্দবাজারে যুক্ত হওয়া। জীবনের এই বিচিত্র পথে প্রাতিষ্ঠানিক ভ্রষ্টাচারকে বারবার তিনি বিদ্ধ করেছেন কবিতার ব্যঙ্গ-কৌতুকের তীব্র শরে। কোনও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে নয়, মূল্যবোধে জারিত ছিল তার কবিতা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন চেয়েছিলেন,-

'এমন একটা পৃথিবী চাই/ মায়ের আঁচলের মতো'

[সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত ' গণ সংগীত সংগ্রহ' কাব্য সংকলন, অক্টোবর ১৯৯০]

তেমন শক্তিও দেখেছেন মানুষ বড়ো কাঁদছে, তাই তিনি মানুষ হয়ে তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। শক্তি আর্ত-মমতায় ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছেন। জীবন ভাষ্যকার কবির এমনই অনেক সমাজ ভাবনার কথা ছড়িয়ে আছে- 'সীমান্ত প্রস্তাবঃ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন' ,ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা,' 'সে বড় সুখের সময় নয় সে বড় আনন্দের সময় নয়,' পাড়ের কাঁথা মাটির বার,' 'একবার তুমি,' 'আমরা সকলেই,' 'পরশুরাম,' 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই,' 'তীক্ষ্ণ তরবারি' প্রভৃতি কবিতায়।

শুধু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সবরকম সংস্কারের জটাবন্ধন থেকে শক্তি মুক্ত করেছিলেন তার কবিতাকে। তার বোহেমিয়ান জীবনও যেন সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। অন্ধ বিকলাঙ্গ হৃদয় আজ সমাজের এক বড় ক্ষত। সেই ক্ষতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন শক্তি অত্যন্ত সচেতন নাগরিকের মতো। 'হৃদয়পুর' একটি অতি প্রিয় শব্দ শক্তির। প্রেমহীনতায় হৃদয়পুর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ রোগের একমাত্র নিদান ভালোবেসে পাশে এসে দাঁড়ানো।

বর্তমানের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিশ্ব উষ্ণয়ান এক জ্বলন্ত সমস্যা। নগরায়ন হাঁ করে গিলে খাচ্ছে সবুজকে। বাঁচার জন্য একটু সবুজ দরকার । দরকার গাছ দেখা, সবুজ আত্তীকরণের মাধ্যামে কালের ক্ষত মেটানো সম্ভব। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কবি যেন আগেই বুঝেছিলেন মানুষের ঔদ্ধত্য প্রকৃতি সহ্য করবেনা। তাই আগেই সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ,

'গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্য ঐ সবুজের ভীষণ দরকার'
[আমি দেখি,শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ,২০১৪/পৃষ্ঠা-১৮৯]

তাই শুধু কালের গণ্ডির মধ্যে শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবে না, শক্তি কালোত্তীর্ণ , যুগোত্তীর্ণ কবি।

সপ্তম অধ্যায়ঃ কবিতার অঙ্গনে লোক উপাদান ও অঙ্গসজ্জাঃ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা চির রহস্যময়তায় ভরা। তাঁর জীবনের অন্তরালে রয়েছে রচনার প্রস্তুতি পর্ব, শব্দ নিয়ে খেলা, শব্দ নির্মাণের অসামান্য শক্তিমত্তা৷ বহড়ু থেকে কোলকাতা মহানগরে পদার্পণ- বাল্য, কৈশোর –যৌবনের মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে শব্দের এক নতুন ভুবন। পারিবারিক সংস্কৃত শিক্ষা ও টোলের ঐতিহ্য, দেশজ তথা গ্রাম্য অশিষ্ট অকুলীন, অশালীন শব্দ অসঙ্কোচে ব্যবহার এবং বিদেশি শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ তাঁর কবিতার শরীরকে করেছে নিটোল। লোকায়ত উপাদানের পারিপাট্যে কবিতা হয়ে উঠেছে অন্য গোত্রের। রবীন্দ্রনাথের গানের কলি ও অনুষঙ্গ, বাউল আর লোকগানের স্মৃতি বিজড়িত অভিজ্ঞতা বহু রচনায় গুঞ্জরিত হয়। নাগরিক কবির আধুনিকতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে সহজ, লোকায়ত, অনাধুনিক প্রাণস্পন্দন । কবি শব্দ ব্যবহারে বহু গ্রাম্য অনভিজাত তথা আঞ্চলিক, এমনকি ইতর ও অশিষ্ট শব্দকে আশ্চর্য রহস্যময়তার আবরণে কুলীন তৎসম শব্দের গোত্র-ভুক্ত করেছেন। শব্দ প্রকরণে নিয়ম ভঙ্গের এই দুঃসাহস, শব্দার্থের দাসত্বমুক্তি, সংস্কার বর্জন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় যতটা পাই, পঞ্চাশ বা পরবর্তী পর্বে তেমন লক্ষ করা যায় না। এখানে কবি একেবারে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র, সার্থক শিল্পী। তৎসম শব্দের সাথে প্রচলিত দেশজ শব্দকে শক্তি বসিয়েছেন একই পংক্তিতে। তারই নির্দশন 'কারনেশন' কিংবা 'জরাসন্ধ' কবিতায়। 'আনন্দ ভৈরবী'তে 'আনখ সমুদ্দুর' – এর মতো নিপুণ শব্দবন্ধন আছে৷ 'অবনী বাড়ি আছো'তে 'সবুজ নালিঘাস'–এর আগে 'পরাঙ্‌মুখ' বিশেষণটিও চমক ধরিয়ে দেয়।

ছান্দসিক কবি না হলেও শক্তি ছিলেন আঙ্গিক সচেতন ছন্দমনস্ক কবি। প্রথাসিদ্ধ ছন্দকে বারবার ভেঙে তিনি নতুন রুপ দান করেছেন। কলাবৃত্তের তুলনায় মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন বেশি। মুক্তক, মিত্রাক্ষর পয়ার ত্রিপদীও কিছু কম নয়। অনেক গদ্য কবিতাও লিখেছেন শক্তি। তিনি চতুর্দলপার্বিক দলবৃত্ত এবং ষট্‌কল পার্বিক কলাবৃত্তের মিশ্রণও ঘটিয়েছেন। যেমন –

ফুরালো দিন/ ফুরালো বেলা   ৪+৫

সকল অর্থে /ভাঙলো মেলা 4+4
সমাচ্ছন্ন /ত্রাসে 4+২
হৃদয় বলে/ দেখতে চাই না 4+4
ও অপরূপ / স্ফটিক পান্না 4+4
কেন যে মিছে / আসে। ৫+২

[সখা/হে প্রেম নৈঃশব্দ্য]

চিহ্ন- সংকেত ছড়ানো আছে শক্তির কবিতার শরীরে, গাছ, জঙ্গল, বৃষ্টি, জ্যোৎস্না, মৃত্যু, আগুন, ঘর, আলো, অন্ধকার প্রভৃতি শব্দ গভীর ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে উঠেছে। অসম্ভব অনুভূতি, যার ব্যাখ্যা শব্দ দিয়ে গেঁথে কবিতার রূপ দেওয়া অসম্ভব বলে মনে হত, তাকে মাত্র কয়েকটি শব্দবন্ধে বেঁধে ফেলেছেন কবি। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে, বিপরীত মেরু থেকে দুঃসাহসী শব্দের খেলায় শক্তি নির্মাণ করেছেন বহু চিত্রকল্প।

উপমা যদি কবিত্বের একটা বড়ো লক্ষণ হয়ে থাকে তরে নিসর্গাশ্রয়ী উপমা বা সাদৃশ্যমূলক শব্দচিত্র ব্যবহারে শক্তি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন 'চাঁদ' শব্দটি কবিদের কল্পনায় কত রুপেই না ধরা দিয়েছে কিন্তু এই প্রথম কোনও কবির কবিতায় আমরা 'এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ' দেখলাম। উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তির সাবলীল প্রয়োগও লক্ষ করি আমরা।

অর্থাৎ শক্তির কবিতার ভাষা, শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প, অলঙ্কারের পারিপাট্য ভিন্ন চরিত্রের। চারপাশে সজীব ভাষার জগৎ সৃষ্টি করে শব্দের কারুকাজ, ছন্দের খেয়ালীপনায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। ছন্দ ভাঙার অভীপ্সায় স্ববিরোধের আবরণে তাঁর কবিতার অবয়ব গঠিত হয়েছে। তাঁর অজস্র কবিতায় একটি দুটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, পংক্তি কিংবা কখনো গোটা স্তবক লিরিক পুণরাবৃত্ত হতে হতে ছাড়িয়ে পড়ে রোমান্টিক নিভৃতি বা বিষন্নতার চোরাবালিতে। বোহেমিয়ান কবির বহিরঙ্গে দুরন্তপনা থাকলেও কবিতা নির্মাণে তিনি ধ্যানমগ্ন। ব্যাকরণ ও প্রকরণচর্চা করেছেন গভীর অভিনিবেশে। তাই শক্তির কবিতার অঙ্গসজ্জা অননুকরণীয়।

উপসংহারঃ

রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দকে বাদ দিয়ে, পরবর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে মেনে নিয়ে, স্বাধীনতা উত্তর পর্বের শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো বহু কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই বলা যায় বাংলা কাব্যভূমিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনন্য। অনতিদীর্ঘ জীবনে তাঁর কাব্য রচনা বহুমুখী। কবিতা আর জীবনকে শক্তি একাত্ম করে ফেলেছিলেন। জীবনের বিশৃঙ্খলা তাঁর কবিতায় ছায়াপাত করতে পারেনি। যে শব্দ তাঁর ভিতরে দানা বেঁধেছিল কবিতার শরীরে তাকেই জীবন্ত করে তুলেছেন তিনি।

> "কবিতার প্রতি শুধু সমীহ নয়, নিজের জীবনটাকে কবিতার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েই শক্তি বেঁচেছিল, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। ..... 'এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবো'- কবিতাকে এভাবে ছড়িয়ে দেবার ভালোবাসা থেকেই আজ থেকে তিরিশ বছর আগে 'কবিতা উৎ সব'-এর সূচনা হয়েছিল।"
>
> [আন্তরিক পর্যটনে – মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কারিগর, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০০]

কবির জবানীতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের কবি ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কবিতার প্রতি নিখাদ প্রেম এবং কবিতা লেখার শৃঙ্খলাবোধই ছিল তাঁর সাহিত্য জীবনের ভিত্তিভূমি। মৃত্যুতে জীবনের ছেদ ও মানুষের অসম্মান মনে করে শক্তি মৃত্যু- উত্তীর্ণ জীবনে দুঃসাহসিক পথ হেঁটেছিলেন। যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব, কিংবা একাকী যাব না অসময়ে—এমন কবি তো চিরজয়ী, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তো তিনি বলতে পারেন,--

> 'দেখা তো হয়েছে ক্রুর যমের সহিত,
> তাকে বলা গেছে, আমি একাকীই যাবো
> গঙ্গার তরঙ্গ ভেঙে নিভে যাবে আলো,
> আমি যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব না কারুকে।'
>
> [শক্তি চট্টোপাধ্যায়- পদ্য সমগ্র, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৯]

-এ যেন মৃত্যুত্তর এক চির-উন্নত জয়ী নায়কের অস্তিত্বে বিচরণ। একদিকে জীবনের প্রবল আসক্তিতে বেঁচে থাকার প্রয়াস, অন্যদিকে মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে 'মৃত্যুময় বেঁচে থাকা'- যা সমস্ত স্রষ্টার একান্ত অভিলাষ। তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে অল্পবিস্তর কাজ হলেও আমার প্রয়াস এই মৃত্যুঞ্জয়ী কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং কবিতার ঘর-দুয়ার নিয়ে পুনর্মূল্যায়নে মনোনিবেশ করা।

তথ্যসূত্রঃ

(১) [শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ,সংস্করণ-২০১৪, পৃষ্ঠা-১৪৮]

(২) [আধুনিক কাব্য/সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, ১৪০২ , পৃষ্ঠা-৪৬৩]

(৩) [শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চা- বর্ণশ্রী বক্সী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪২৫ পৃষ্ঠা-২৪-২৫]

(৪) [শ্রেষ্ঠ কবিতা/দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-২২]

(৫)[একবার তুমি, পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-৬৫]

(৬) [ভালোবাসা, কবিতার তুলো ওড়ে, শ্রেষ্ঠ কবিতা,দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-১৪৬]

(৭) [চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৭২সংখ্যক, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-৮০]

(৮) [যখন বৃষ্টি নামলো, ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, ২০১৪ পৃষ্ঠা-৩৪]

(৯) [শক্তি চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা,দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-১৯]

(১০) [ও চিরপ্রণম্য অগ্নি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ, ২০১৪/ পৃষ্ঠা-২৩২]

(১১) [বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ এপ্রিল, '৯৫ পৃষ্ঠা ৫১-৫২]

(১২) [যেতে পারি, কিন্তু, কেন যাবো?,শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ ২০১৪/পৃষ্ঠা-২১৬]

(১৩) [মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি- কুন্তল চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী, মে ২০০১,পৃষ্ঠা -৭৮]

(১৪) [সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত ' গণ সংগীত সংগ্রহ' কাব্য সংকলন, অক্টোবর ১৯৯০]

(১৫) [আমি দেখি,শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ সংস্করণ,২০১৪/পৃষ্ঠা-১৮৯]

(১৬) [সখা/হে প্রেম নৈঃশব্দ্য]

(১৭) [আন্তরিক পর্যটনে – মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কারিগর, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০০]

(১৮) [শক্তি চট্টোপাধ্যায়- পদ্য সমগ্র, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৯]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বংশতালিকাঃ

বামানাথ ও কমলা

শবাসনা | শক্তি | ভক্তি

সুধাংশুভূষণ | মীনাক্ষী | রমিতা

তিতি | আনন্দরূপ

সৌরভ | সোনালী

ঋদ্ধি | অরণ্য | শৈলী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জী –

১৯৩৩ এর ২৫ শে নভেম্বর - শক্তির জন্ম

১৯৪০- ম্যালোরিয়ার প্রকোপে বাবা বামানাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু, মাতামহ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলে আসা।

১৯৪৬- হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, বহড়ুর বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া

১৯৪৮- কোলকাতা বাগবাজারে ৬০নং গোপীমোহন দত্ত লেনে মামা ভবানী গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে চলে আসা। বাগবাজারের মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি ও মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৪৯- প্রগতি পাঠাগারের সূচনা এবং হাতে লেখা ‘প্রগতি’ প্রকাশ, ‘স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার’ ছদ্মনাম ব্যবহার

১৯৫১- ম্যাট্রিকপাশ। প্রথমে ইংরেজি তারপর পরিবর্তন করে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি, ‘বহ্নিশিখা’ পত্রিকার সাথে সংযুক্তি।

১৯৫৫- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘যম’ নামক সনেটটি।

১৯৫৬- স্যাক্সবি ফর্মারের চাকরি

মা ও ভাইয়ের সঙ্গে চলে আসা ৪নং উল্টোডাঙ্গার অধরদাস লেনে,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসুর আহ্বানে তুলনামূলক সাহিত্যপাঠ শুরু

১৯৫৬-৫৭- ‘কুয়োতলা' উপন্যাসধর্মী আখ্যান রচনা শুরু

১৯৫৮- রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ

১৯৫৯- চাইবাসা পর্বের সূত্রপাত

ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমের হ্যারিসন রোড শাখার ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন ১৯৬০- অবশেষে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে পাশ কোর্সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন

১৯৬১- প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’ প্রকাশ। কোলকাতার হিন্দুস্থান মোটরস এর কারখানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্টস ম্যানেজারের পাদে যোগ।

১৯৬২- হাংরি জেনারেশন সাহিত্য আন্দোলন কৃত্তিবাসের তরুণ ও বোহেমিয়ান কবিদের সঙ্গে সাহচর্য সূচিত হল।

১৯৬২-৬৩- ক্ল্যারিয়ন বিজ্ঞাপন সংস্থায় করেছিলেন ফ্রি-ল্যান্স কাজ , রূপচাঁদপক্ষী ছদ্মনামে ভ্রমণকাহিনি রচনা।

১৯৬৬- জানুয়ারিতে প্রকাশিত হল শক্তির পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় এক ফর্মার কবিতার কাগজ ‘কবিতা সাপ্তাহিকী’

১৯৬৭- শক্তি – মীনাক্ষীর বিবাহ, বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডের বাড়িতে উঠে আসা

১৯৭০- আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীতে যোগদান , কন্যা তিতি (ডাকনাম বাবুই)-র জন্ম

১৯৭১- মার্চে বেহালা ছেড়ে ব্যান্ডেল রোডের ভাড়া বাড়িতে চলে আসা

১৯৭২- 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার

১৯৭৫- পুত্র আনন্দরূপ (ডাকনাম তাতার) এর জন্ম, 'সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার'

১৯৭৭- পার্ক সার্কাসে কর্ণেল বিশ্বাস রোডে বাস পরিবর্তন

১৯৮৩-'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার

১৯৮৯- অবশেষে স্থায়ী ঠিকানা বেলেঘাটার 'পূর্বাঙ্গনা' আবাসন

১৯৯১- সুইডেন যাত্রা কবিসম্মেলনে, তারপর লন্ডন, প্যারিস

১৯৯৪- সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গঙ্গাধর মেহের' পুরস্কার

'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে অবসর গ্রহণ, উপদেষ্টা রূপে 'বিনোদন বিচিত্রা' পত্রিকায় যোগদান

১৯৯৫- তিন মাসের জন্য 'বিশ্বভারতী'তে যোগদান

১৯৯৫-,২৩শেমার্চ- অমৃতলোকে প্রস্থান ,

'ছবি আঁকে, ছিড়ে ফ্যালে' মরণোত্তর 'রবীন্দ্র পুরস্কার'।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জীঃ

কাব্যগ্রন্থঃ-

১. হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, গ্রন্থজগৎ, মার্চ ১৯৬১

২. ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, বীক্ষন , অক্টোবর ১৯৬৫

৩. তিনতরঙ্গ (সুভাষমুখোপাধ্যায় ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর সঙ্গে), সাহিত্য, ডিসেম্বর ১৯৬৫।

৪. অনন্ত নক্ষত্র বীথি তুমি অন্ধকারে, গ্রন্থজগৎ, জুলাই ১৯৬৬

৫. পুরানো সিঁড়ি , প্রকাশক দেবকুমার বসু, আনুমানিক ১৯৬৭

৬. সোনার মাছি খুন করেছি, ভারবি, জুলাই ১৯৬৭

৭. হেমন্তের অরন্যে আমি পোষ্টম্যান, অরুণা প্রকাশনী, মার্চ১৯৬৯

৮. সোহবার রুস্তম (মিনিবুক), প্রকাশক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ডিসেম্বর ১৯৬৯

৯. চতুর্দশপদী কবিতাবলী , কবয়ঃ , মে ১৯৭০

১০. পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি, বিশ্ববাণী, নভেম্বর ১৯৭১

১১. প্রভু নষ্ট হয়ে যাই, আনন্দ, আগস্ট ১৯৭২

১২. যুগলবন্দী (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে) বেঙ্গল পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৯৭৪

১৫ সুখে আছি , অন্নপূর্ণা , এপ্রিল ১৯৭৪

১৬ ঈশ্বর থাকে জলে, বিশ্ববাণী, মে ১৯৭৫

১৭. জলন্ত রুমাল , ১৯৭৫

১৮ অস্ত্রের গৌরবহীন একা, পুস্তক প্রকাশনী , মে ১৯৭৫

১৯. ছিন্নবিছিন্ন ,আনন্দ , অক্টোবর ১৯৭৫

২০. কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ববানী , জানুয়ারি ১৯৭৬

২১. সুন্দর এখানে একা নয়, বিশ্ববাণী , জুন ১৯৭৬

২২. আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল, আনন্দ , ডিসেম্বর , ১৯৭৬

২৩. কবিতার তুলো ওড়ে , দে’জ , মার্চ ১৯৭৭

২৪. হেমন্ত যেখানে থাকে, অনন্য প্রকাশন এপ্রিল , ১৯৭৭

২৫. পাতাল থেকে ডাকছি , তাম্রলিপি , মে ১৯৭৭

২৬. এই আমি যে পাথরে , বিশ্ববাণী , আগস্ট ১৯৭৭

২৭. উড়ন্ত সিংহাসন, অরুণা প্রকাশনী , ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

২৮. পরশুরামের কুঠার , স্বরলিপি , ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

২৯. কাব্যসংগ্রহ (দ্বিতীয়খণ্ড), বিশ্ববাণী , যে১৯৭৮

৩০. মানুষ বড়ো কাঁদছে , আনন্দ, আগস্ট ১৯৭৮

৩১. ভালোবেসে ধুলোয় নেমেছি , করুণা প্রকাশনী , ডিসেম্বর ১৯৭৮

৩২. কুড়ি বছরের কুড়িটি, জেরোপ্রিন্ট , ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

৩৩. ভাত নেই পাথর রয়েছে , দে'জ, জুলাই ১৯৭৯

৩৪. আমাকে দাও কোল , জার্ণাল শহর , মার্চ ১৯৮০

৩৫. আমি চলে যেতে পারি , সমকাল , এপ্রিল ১৯৮০

৩৬. মন্ত্রের মতন আছি স্থির, বিশ্ববাণী , মে ১৯৮০

৩৭. অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল, দে'জ , জুলাই ১৯৮০

৩৮. সুন্দর রহস্যময় (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে) আনন্দ , সেপ্টেম্বর ১৯৮০.

৩৯. আমি একা বড়ো একা, বিশ্ববাণী , মে ১৯৮১.

৪০. প্রচ্ছন্নস্বদেশ, নাভানা , জানুয়ারি ১৯৮২.

৪১. পুণ্যি পুকুর পুস্করিনী , মিঠু প্রকাশনী , মার্চ ১৯৮২.

৪২. যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো , আনন্দ , মার্চ ১৯৮২.

৪৩. কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে , আনন্দ বইমেলা, ১৯৮৩

৪৪. একপাত্র সুধা, বিদ্যামন্দির , বইমেলা, ১৯৮৪

৪৫. বাক্স বাজারে সন্ধ্যা, আনন্দ , বইমেলা, ১৯৮৪

৪৬. সে তার প্রতিচ্ছবি, বর্ণমালা , ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

৪৭. ও চির প্রণম্য অগ্নি , আনন্দ, বইমেলা, ১৯৮৫

৪৮. মিষ্টি কথায় , বিষ্টিতে নয় , আনন্দ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

৪৯. সন্ধ্যায় সে শান্ত উপহার , আনন্দ, আগস্ট ১৯৮৬।

৫০. এইতো মর্মর মূর্তি, আগস্ট জানুয়ারি ১৯৮৭.

৫১. বিষের মধ্যে সমস্ত শোক , মিরান্দা বুকস , মে ১৯৮৭

৫২. আমাকে জাগাও , আনন্দ পাবলিশার্স , বইমেলা ১৯৮৯

৫৩. পদ্যসমগ্র (১) ,আনন্দ, জুলাই ১৯৮৯.

৫৪. অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় , প্রতিক্ষণ , বইমেলা ১৯৯০

৫৫. ছবি আঁকে,ছিড়ে ফ্যালে , আনন্দ , জানুয়ারি ১৯৯১

৫৬. পাতাল টেনেছে আজ , ক্যাম্প , জুলাই ১৯৯১

৫৭. নির্বাচিত প্রেমের কবিতা, বিকাশ গ্রন্থভবন , বইমেলা ১৯৯২.

৫৮. এলেজি সংগ্রহ, কবয়ঃ, জানুয়ারি ১৯৯৩.

৫৯. পদ্যসমগ্র (২) ,আনন্দ , এপ্রিল ১৯৯৩.

৬০. জঙ্গল বিষাদে আছে, আনন্দ , জানুয়ারি ১৯৯৪.

৬১. পদ্যসমগ্র (৩) , আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯৫.

৬২ পদ্যসমগ্র (৪) , আনন্দ , নভেম্বের ১৯৯৫.

৬৩. পদ্যসমগ্র (৫) , আনন্দ , জানুয়ারি ১৯৯৭.

৬৪. সকলে প্রত্যেকে একা , আনন্দ , নভেম্বর ১৯৯৯.

- **উপন্যাসঃ**-

১. কুয়োতলা , সৃজনী , ১৯৬১

২. লুসি আর্মানীর হৃদয় রহস্য, বিশ্ববাণী , জুন ১৯৬৬ (রুপচাঁদপক্ষী’ ছদ্মনামে লেখা)

৩. হাই সোসাইটি , মণ্ডল বুকহাউস, অক্টোবর ১৯৬৮

৪. অবনী বাড়ি আছো, আনন্দ , আগস্ট , ১৯৭৩

৫. দুজনএকাকী , পূর্ণ প্রকাশন, আগস্ট , ১৯৭৪

৬. হৃদয়পুর, রামায়নী প্রকাশভবন, আগস্ট , ১৯৭৪

৭. আমি চলে যাচ্ছি , শৈব্যা পুস্তকালয় , আগস্ট , ১৯৭৬

৮. কিন্নর কিন্নরী, বিশ্ববাণী , মে , ১৯৭৭

৯. দাঁড়াবার জায়গা ,আনন্দ , মে ১৯৮৬

১০. বিবি-কাহিনী , জগদ্ধাত্রী , আগস্ট , ১৯৮৬

- **বিবিধ গদ্যগ্রন্থঃ**

১. রূপকথার কলকাতা ("রূপচাঁদপক্ষী" ছদ্মনামে লেখা) নতুন প্রকাশক, আগস্ট, ১৯৬৫

২. উইক এন্ড টুরিস্ট গাইড , গ্রন্থপ্রকাশ , মে ১৯৭২

৩. খৈরী আমার খৈরী , আশা প্রকাশনী , সেপ্টেম্বর ১৯৭৬.

৪. চলো বেড়িয়ে আসি (১মপর্ব), মনোমোহন প্রকাশণী , মে ১৯৭৭.

৫. চলো তিতির সঙ্গে , অনন্য প্রকাশন

৬. চলো বেড়িয়ে আসি (২য়) পর্ব, শরৎ পাবলিশিং হাউস, ডিসেম্বর ১৯৮০

৭. জঙ্গলে পাহাড়ে, এমুখার্জি এন্ড কোং , অক্টোবর ১৯৮৫

৮. হাতি ধরিয়ে নায়ার, দে'জ , জানুয়ারি ১৯৮৬

৯. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ (১মখণ্ড), দে'জ বইমেলা ১৯৯৬

১০. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ (২য়খণ্ড), দে'জ বইমেলা ১৯৯৭

- **অনুবাদগ্রন্থ**

১. ওমর খৈয়ামের রুবাই , বিশ্ববাণী , এপ্রিল, ১৯৬৯

২. কালিদাসের মেঘদূত , বিশ্ববাণী, ডিসেম্বর ১৯৭২

৩. গালিবের কবিতা (আয়ান রশীদের সঙ্গে) , বিশ্ববাণী জানুয়ারি ১৯৭৫

৪. পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা , দে'জ , জানুয়ারি ১৯৭৬

৫. কুমারসম্ভব কাব্য, ,বিশ্ববাণী , মে, ১৯৭৯.

৬. হাইনের প্রেমের কবিতা , দে'জ , জুন ১৯৭৯

৭. লোরকার কবিতা (অমিতাভ দাশগুপ্ত সঙ্গে) , দে'জ অক্টোবর ১৯৭৯

৮. ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো কবিতা (মুকুল গুহর সঙ্গে) দে'জ , নভেম্বর ১৯৮০.

৯. কহলীল জিব্রানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (মুকুল গুহর সঙ্গে) , করুণা প্রকাশনী , সেপ্টেম্বর ১৯৮১

১০. প্রীতীশ নন্দীর কবিতা (২৮টি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ), আনন্দ, নভেম্বর ১৯৮১

১১. মায়াকোভস্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা (সিদ্ধেশ্বর সেন ও মুকুল গুহর সঙ্গে), দে'জ , ডিসেম্বর ১৯৮১.

১২. ডুইনো এলেজি (মুকুল গুহর সঙ্গে) দে'জ এপ্রিল ১৯৮২.

১৩. পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা , দে'জ এপ্রিল , ১৯৮৮.

১৪. আমেরিকান ইন্ডিয়ান শ্রেষ্ঠ কবিতা , দে'জ , এপ্রিল ১৯৯২.

- **আকরগ্রন্থঃ**

১. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পঞ্চবিংশ সংস্করণ , জানুয়ারি ২০১৪

২. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্যসমগ্র ' (১ম -৭মখন্ড)

- **সহায়ক গ্রন্থঃ**

ক্রমসংখ্যা	**লেখকের নাম**	**গ্রন্থেরনাম**	**প্রকাশ/ সংস্করণ ও মূল্য**	**প্রকাশকাল**	**প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের স্থান**
১.	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	আধুনিক কবিতার ইতিহাস	প্রথম দে'জ সংস্করণ মূল্য-৩০০/-	জানুয়ারি ২০১১	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
২.	অশ্রুকুমার সিকদার	আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়	চতুর্থ সংস্করণ	আশ্বিন - ১৩৯৮	অরুণা বাগচী,অরুণা প্রকাশনী , ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কোলকাতা-৬

৩.	অশ্রুকুমার সিকদার	হাজার বছরের বাংলা কবিতা	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ৬০/-	ডিসেম্বর ১৯৯৯	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ১/১আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কোলকাতা-২০
৪.	অশোক কুমার মিশ্র	আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০৮)	তৃতীয় সংস্করণ মূল্য-৩০০/-	জানুয়ারি ২০১৩	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম ষ্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
৫.	অহনা বিশ্বাস	শক্তির পদ্য, পদ্যের শক্তি প্রসঙ্গঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ১৬০/-	বইমেলা , মার্চ২০০৮	সমীরণ মজুমদার অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ , মিত্র কম্পাউণ্ড ষ্টেশন রোড, মেদিনীপুর - ৭২১১০১
৬.	কুন্তল চট্টোপাধ্যায়	মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ১৫০/-	কবিপক্ষ মে, ২০০১	সুমন চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী, ১১ এ ব্রজনাথ মিত্র লেন , কোলকাতা- ৯
৭.	গীতা চট্টোপাধ্যায়	এক অক্ষৌহিনী বৃষ্টিরেখা	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ৫০/-	জানুয়ারি ১৯৯৩	ঋক প্রকাশন , ১৮ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড , কোলকাতা-৯
৮.	গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ৩০০/-	বইমেলা ২০১৮	সুমিত্রা কুন্ডু, একুশ শতক ১৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কোলকাতা -৭৩

ক্রমসংখ্যা	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ/ সংস্করণ ও মূল্য	প্রকাশ কাল	প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের স্থান
৯.	জগদীশ ভট্টাচার্য	আমার কালের কয়েকজন কবি	পুনর্মুদ্রণ মূল্য- ১২০/-	আগষ্ট- ২০০৪	গোপীমোহন সিংহরায় ভারবি , ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
১০.	জয়গোস্বামী	জয়ের শক্তি	দ্বিতীয় মুদ্রণ , মুল্য -৫০	জানুয়ারি, ২০১০	বীজেশ সাহা, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড , কোলকাতা- ২
১১.	জয়গোপাল মণ্ডল	সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ১৫০/-	এপ্রিল , ২০০৭	শুভম সাহু, পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন , কোলাকাতা-৯
১২	দীপ্তি ত্রিপাঠি	আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়	দে'জ সংস্করণ মূল্য ১৭০ /-	জুন, ২০১১	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম ষ্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
১৩.	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	হাংরি সাহিত্য আন্দোলনঃ তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ৫০০/-	বইমেলা জানুয়ারি, ২০১৫	বীজেশ সাহা, প্রতিভাস , ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড , কোলকাতা-২
১৪.	প্রদীপ ভট্টাচার্য সম্পাদিত	শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তার কবিতা	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ২৫/-	বইমেলা ১৯৯৬	রক্তকরবী ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কোলাকাতা-৯
১৫.	বর্ণশ্রী বকসী	শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চা	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ১৫০/-	মহালয়া ১৪২৫	দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , ৬/২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কোলকাতা-৯

১৬.	মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	অনুবাদিত পদ্যঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়	প্রথম সংস্করণ মূল্য ৪০০/-	এপ্রিল ,২০১৭	সুবীর কুমার মিত্র , সিগনেট প্রেস, ৪৫,বেনিয়াটোলা লেন , কোলাকাতা-৯
১৭.	মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	আন্তরিক পর্যটনে	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ২৬০/-	বইমেলা ২০১৬	দেবাশিস সাউ, কারিগর ৩৫ বি ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, ফরিয়াপুকুর, শ্যামবাজার, কোলকাতা -৪
১৮.	মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষ জনায়	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ৭০০/-	বইমেলা ২০১৫	বীজেশ সাহা, প্রতিভাস ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড , কোলকাতা-২
১৯.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, (দ্বাদশ খণ্ড)	সুলভ সংস্করণ, মূল্য-(১-১৫)-একত্রে ১৮০০/-	পৌষ, ১৪০২	শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কোলকাতা -১৭
ক্রম সংখ্যা	**লেখকের নাম**	**গ্রন্থের নাম**	**প্রকাশ/ সংস্করণ ও মূল্য**	**প্রকাশ কাল**	**প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের স্থান**
২০	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	গদ্য সংগ্রহ (১)	দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য-৩০০/-	এপ্রিল, ২০১৪	সুধাংশু শেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩
২১.	শঙ্খ ঘোষ	গদ্যসংগ্রহ (৩)	দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৪০০/-	এপ্রিল, ২০১৪	সুধাংশু শেখর দে, দে’জ পাবলিশিং ১৩

					বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
২২.	শঙ্খ ঘোষ	গদ্যসংগ্রহ (৪)	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ২০০/-	এপ্রিল, ২০০২	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
২৩.	শামসের আনোয়ার	শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা	প্রথম প্রকাশ	১৯৯৬	ইন্দ্রনাথ মজুমদার, সুবর্ণরেখা ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড , কোলকাতা -৯
২৪.	সমরজিৎ ও ইনা সেনগুপ্ত	শক্তির কাছাকাছি	প্রথম প্রকাশ, মূল্য ৫০/-	বইমেলা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
২৫.	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা কবিতার কালান্তর	দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৫০/-	নভেম্বর , ২০০৮	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩
২৬.	সুমিতা চক্রবর্তী	আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়	প্রথম প্রকাশ, মূল্য-	জানুয়ারি, ১৯৯২	অরুপ চট্টোপাধ্যায় ও শৈবাল সরকার, প্রজ্ঞা প্রকাশন, ২০ এ সুকিয়া স্ট্রিট, কোলকাতা -৯
২৭.	সুস্নাত জানা	পোষ্ট মর্ডানিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা	প্রথম দে'জ সংস্করণ মূল্য- ৪৫০/-	আগষ্ট ২০১৮	সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩

সহায়ক পত্র-পত্রিকাঃ

১. অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন – সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় , আলোচনা চক্র, অক্টোবর ১৯৮৯

২. আনন্দবাজার পত্রিকা , পত্রিকা , শনিবার , ১১ ই জুলাই ২০১৫

৩. কবিতা প্রতিমাসে , জুলাই, ২০০৬

৪. কবি সম্মেলন, শারদীয়া ১৪১৪

৫. দেশ, ২২শে আগষ্ট, ১৯৯৮

৬. দেশ, ১৭ইডিসেম্বর, ২০১৮

৭. পরিকথা, দ্বাদশবর্ষ, দ্বিতীয়সংখ্যা, মে ২০১০

৮. বিনোদন বিচিত্রা, ১৮ ই এপ্রিল , ১৯৯৫

৯. যুবমানস , এপ্রিল-মে, ১৯৯৫

১০. সারা বাংলা শিক্ষা সমাচার, এপ্রিল–জুন ২০১০ সংখ্যা

১১. সাহিত্য সেতু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, ২৯ বর্ষ, ৭ ম সংখ্যা, ১৬ ই জুলাই ১৯৯৫

-- ------------------------------------

Signature with Date of Supervisor Signature with Date of Research Scholar